হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৫

(১)সেই সময় ইহুদিয়া থেকে কয়েকজন লোক এলেন এবং ভাইদের এই শিক্ষা দিতে লাগলেন যে, "হযরত মুসা আ. এর শরিয়ত মতে তোমাদের খতনা করানো না-হলে তোমরা কোনো মতেই নাজাত পাবে না।" (২)তাতে হযরত পৌল রা. ও হযরত বার্নবাস রা. এর সংগে এই লোকদের ভীষণ কথা কাটাকাটি হলো। পরে ঠিক হলো যে, হযরত পৌল রা. ও হযরত বার্নবাস রা. এবং আরো কয়েকজন জেরুসালেমে যাবেন এবং হাওয়ারিদের ও বুজুর্গদের সংগে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন।

(৩)তাই কওমের লোকেরা তাঁদের যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। ফিনিসিয়া আর সামেরিয়া প্রদেশের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তাঁরা অ-ইহুদিদের ইমান আনার কথা জানালেন এবং সমস্ত ইমানদারদের আনন্দ বাড়িয়ে তুললেন।

(৪)যখন তাঁরা জেরুসালেমে পৌঁছলেন, তখন সেখানকার কওমের লোকেরা, বুজুর্গরা ও হাওয়ারিরা আগ্রহের সংগে তাঁদের গ্রহণ করলেন এবং আল্লাহ্ তাঁদের মধ্যদিয়ে যা করেছেন, তা তাঁদের জানালেন। (৫)ফরিসি দলের কয়েকজন ইমানদার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তাঁদের খতনা করানো অবশ্যই দরকার এবং তাঁরা যেনো হযরত মুসা আ. এর শরিয়ত পালন করে, সে-জন্য তাদের হুকুম দেয়া দরকার।"

(৬)এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বুজুর্গরা ও হাওয়ারিরা একত্রে মিলিত হলেন। (৭)অনেক আলোচনার পর হযরত সাফওয়ান রা. উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের বললেন, "ভাইয়েরা, আপনারা তো জানেন যে, অনেকদিন আগে আপনাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ আমাকে বেছে নিয়েছিলেন, যাতে অ-ইহুদিরা আমার মুখ থেকে সুখবর শুনে ইমান আনে। (৮)সকলের অন্তর্যামী আল্লাহ্ আমাদের যেভাবে তাঁর রুহকে দিয়েছেন, সেই একইভাবে তাঁদেরও তা দান করে তাঁদের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন। (৯)এবং ইমানের দ্বারা তাঁদের অন্তরকে পরিষ্কার করে, তাঁদের ও আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখেননি। (১০)তাহলে কেনো আপনারা এই ইমানদারদের ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে আল্লাহকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছেন, যা আমাদের

পূর্বপুরুষেরা বা আমরা বহন করতে পারিনি? (১১)অন্যদিকে আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরাও তাঁদের মতো হযরত ইসা আ. এর দয়ায় নাজাত পাবো।"

(১২)সভার সবাই চুপ হয়ে গেলেন, এবং হযরত পৌল রা. ও হযরত বার্নবাস রা. মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ অইহুদিদের মধ্যে যে-সব আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, তা তাঁদের কাছ থেকে শুনলেন। (১৩)তাঁদের কথা শেষ হলে পর হযরত ইয়াকুব রা. বললেন, "ভাইয়েরা, আমার কথা শুনুন- (১৪)হযরত সাফওয়ান রা. দেখিয়েছেন, কীভাবে আল্লাহ্ প্রথমে অ-ইহুদিদের প্রতি দয়া দেখিয়েছেন, যেনো তাদের মধ্য থেকে এক দল লোককে তাঁর নামের জন্য বেছে নেন। (১৫)এ কথার সংগে নবিদের কথারও মিল রয়েছে। কারণ লেখা আছে- (১৬)'এরপর আমি ফিরে আসবো এবং দাউদের ঘর আবার তৈরি করবো। যা ধ্বংস হয়ে গেছে, তার ধ্বংসস্তুপ থেকে আবার তা গাঁথবো এবং আমি আবার তা ঠিক করবো, (১৭)যেনো অন্যসব লোকেরা আল্লাহর খোঁজ করে। এমনকি সমস্ত অ-ইহুদিও, যাদেরকে আমার নামে ডাকা হয়েছে। (১৮)এ-কথা বলছেন আল্লাহ্, যিনি প্রাচীনকাল থেকে এ সব কিছু জানিয়ে আসছেন।'

(১৯)তাই আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, যে অ-ইহুদিরা আল্লাহর দিকে ফিরছে, তাদের কষ্ট দেয়া উচিত নয়। (২০)কিন্তু আমাদের উচিত তাদের কাছে এ-কথা লিখে পাঠানো যে, তারা যেনো প্রতিমার সংগে যুক্ত সবকিছু থেকে এবং সব রকম জিনা থেকে দূরে থাকে; আর রক্ত এবং গলাটিপে মারা পশুর মাংস না-খায়। (২১)কারণ হযরত মুসা আ. যা বলেছেন, তা প্রত্যেক শহরে, যুগ-যুগ ধরে, অনেক আগে থেকে প্রচার করা হচ্ছে। এবং তিনি যা লিখে গেছেন, তা প্রত্যেক সাব্বাতে সিনাগোগগুলোতে জোরে-জোরে তেলাওয়াত করা হচ্ছে।"

(২২)তখন হাওয়ারিরা ও বুজুর্গরা কওমের সকলের সাথে ঠিক করলেন যে, তাঁরা নিজেদের কয়েকজন লোককে বেছে নিয়ে হযরত পৌল রা. ও হযরত বার্নবাস রা. সংগে আন্তিয়খিয়াতে পাঠাবেন। (২৩)তাঁরা হাওয়ারিদের ও বুজুর্গদের মধ্য থেকে যে-ইহুদাকে হযরত বারসাব্বা র. বলা হতো, তাকে ও হযরত সিল র.-কে বেছেনিলেন। তাঁদের সংগে এই চিঠি পাঠালেন- "আন্তিয়খিয়া, সিরিয়া ও কিলিকিয়ার অ-ইহুদি ইমানদার ভাইদের কাছে আমরা, হাওয়ারিরা ও কওমের বুজুর্গরা, এই চিঠি লিখছি, আমাদের সালাম গ্রহণ করুন।

(২৪)আমরা শুনতে পেলাম যে, আমাদের মধ্য থেকে কয়েকজন গিয়ে অনেক কথা বলে আপনাদের মন অস্থির করে তুলে কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু আমরা তাঁদের এমন কাজ করতে বলিনি। (২৫)এ-

জন্য আমরা সবাই একমত হয়ে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে, আমাদের প্রিয়বন্ধু হযরত পৌল রা. ও হযরত বার্নবাস রা. সংগে আপনাদের কাছে পাঠালাম।

(২৬)এই দু' জন আমাদের হযরত ইসা মসিহের জন্য মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন।

(২৭)আমরা হযরত ইহুদা রা. ও হযরত সিল র.-কে পাঠালাম, যেনো আমরা যা লিখছি, তা তাঁরা আপনাদের কাছে মুখেও বলেন। (২৮)আল্লাহর রুহ এবং আমরা এটাই ভালো মনে করলাম যে, এই দরকারি বিষয়গুলো ছাড়া আর কোনো কিছুর দ্বারা আপনাদের ওপর যেনো বোঝা চাপানো না-হয়।

(২৯)সেই দরকারি বিষয়গুলো হলো- আপনারা প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার খাবেন না। রক্ত খাবেন না। গলাটিপে মারা পশুর মাংস খাবেন না এবং কোনো রকম জিনা করবেন না। এসব থেকে দূরে থাকলে আপনারা ভালো করবেন। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন।"

(৩০)হযরত পৌল রা.ও হযরত বার্নবাস রা. ও সেই লোকদের পাঠানো হলে পর তারা আন্তিয়খিয়াতে গেলেন। সেখানে তারা সব ইমানদার লোকদের একত্র করে তাদেরকে সেই চিঠিটা দিলেন। (৩১)লোকেরা চিঠিটা পড়লো এবং তার মধ্যে যে-সান্ত্বনার কথা ছিলো, তাতে খুশি হলো। (৩২)হযরত ইহুদা র. আর হযরত সিল র. নিজেরাও ভবিষ্যদ্বাণী বলতেন। সে-জন্য তারা অনেক কথা বলে সেখানকার ভাইদের উৎসাহ দিলেন এবং তাদের ইমান বাড়িয়ে শক্তিশালী করে তুললেন। (৩৩) আন্তিয়খিয়াতে তারা কিছুদিন কাটালেন।

৩৪জেরুসালেমের যারা হযরত ইহুদা র. ও হযরত সিল র.-কে আন্তিয়খিয়াতে পাঠিয়েছিলেন, আন্তিয়খিয়ার ভাইয়েরা তাদের সালাম জানিয়ে এই দু' জনকে আবার তাদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

(৩৫)হযরত পৌল রা. ও হযরত বার্নবাস র. আন্তিয়খিয়াতেই রইলেন। সেখানে তারা আরো অনেকের সংগে আল্লাহর কালাম শিক্ষা দিতে ও প্রচার করতে থাকলেন। (৩৬)কিছুদিন পর হযরত পৌল রা. হযরত বার্নবাস র.-কে বললেন, "যে-সব জায়গায় আমরা আল্লাহর কালাম প্রচার করে এসেছি, চলো, এখন সে-সব জায়গায় ফিরে গিয়ে ইমানদার ভাইদের সংগে দেখা করি এবং তারা কেমনভাবে চলছে তা দেখি।"

(৩৭)তখন হযরত বার্নবাস র. হযরত ইউহোন্না র.-কে সংগে নিতে চাইলেন। এই হযরত ইউহোন্না র.-কে হযরত মার্ক র. বলেও ডাকা হতো। (৩৮)কিন্তু হযরত পৌল রা. তাকে সংগে নেয়া

ভালো মনে করলেন না। কারণ হযরত মার্ক র. পাম্ফুলিয়ায় তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং তাদের সংগে আর কাজ করেননি। (৩৯)তখন হযরত পৌল রা. ও হযরত বার্নবাস র. মধ্যে এমন অমিল হলো যে, তারা একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। হযরত বার্নবাস র. হযরত মার্ক র.-কে নিয়ে জাহাজে করে সাইপ্রাসদ্বীপে গেলেন আর হযরত পৌল রা. হযরত সিল র.-কে বেছে নিলেন।

(৪০)তখন আন্তিয়খিয়ার ভাইয়েরা হযরত পৌল রা. হযরত সিল র.-কে আল্লাহর রহমতের হাতে তুলে দিলে পর তাঁরা রওনা হলেন। (৪১)হযরত পৌল রা. সিরিয়া ও কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়ে কওমের সমস্ত লোকদের ইমান বাড়িয়ে তাঁদের আরো শক্তিশালী করে তুললেন।